দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 01-DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6 .....

আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন আর নাই

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাবেক সচিব ও বিজ্ঞান লেখক ডঃ আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন আর নাই। গতকাল

(২য় পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

(সোমবার) বিকাল ৫টা ৪০ মিনিটে বারডেম হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে. ..রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৮ বছর। তিনি তাঁহার মাতা, পত্নী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ডঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের মৃত্যুতে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহম্মদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডঃ শরফুদ্দীনের মৃত্যুতে দেশ এমন একজন ব্যক্তিত্বকে হারাইল যিনি বিজ্ঞান শিক্ষা ও বাংলা ভাষার জন্য অপরিমেয় অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের গতকাল এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

ডঃ শরফুদ্দীন দীর্ঘদিন যাবৎ অগ্নাশয়ে ক্যান্সারে ভুগিতেছিলেন। ২৩শে নভেম্বর হইতে তিনি বারডেমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ (মঙ্গলবার) বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নামাজে জানাজা শেষে বনানী গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হইবে।

ডঃ শরফুদ্দীন ১৯৩০ সালের পহেলা জানুয়ারী সিরাজগঞ্জের ফুলবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৫ সালে ঢাকা সরকারী মুসলিম হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৪৭ সালে ঢাকা কলেজ হইতে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক সম্মান এবং '৫৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়া ডঃ মুতী কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন কচিকাঁচা আন্দোলনের তিনি অন্যতম মধ্যমণি ছিলেন। তিনি ইহার উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। ডঃ শরফুদ্দীন ১৯৮৬ সাল হইতে '৯০ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর সভাপতি ছিলেন। প্রায় একই সময় ১৯৮৮ হইতে '৯০ সাল পর্যন্ত তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ডঃ শরফুদ্দীন কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন ও সম্প্রতি গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিটির সদস্য ছিলেন। শিক্ষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান গবেষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ডঃ শরফুদ্দীন বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। তন্মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার টি.কিউ.এ লাভ করেন। লোকশিক্ষামূলক সাহিত্যে ১৯৬৯ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার, ১৯৭৫ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার জন্য ১৯৭৯ সালে ডঃ কুদরত-এ-খুদা স্বর্ণপদক, ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান জাতীয় পুরস্কার, শিশু সাহিত্যের জন্য ১৯৮২ সালে শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি পুরস্কার, ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার, ১৯৮৫ সালে একুশে পদক, ১৯৯৫ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার এবং সর্বশেষ গত ১৭ই নভেম্বর বাংলাদেশ শিশু একাডেমী তাঁহাকে শিশু সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করে। ডঃ শরফুদ্দীন শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক ২৭টি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাছাড়া ১৫টি গ্রন্থ অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। তাঁহার মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে অবাক পৃথিবী (১৯৫৫), রহস্যের শেষ নাই (১৯৬৯), বিজ্ঞান ও মানুষ (১৯৭৫), বিচিত্র বিজ্ঞান (১৯৮৫), বিজ্ঞানের বিস্ময় (১৯৮৬), বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা (১৯৮৮), 'পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে' (১৯৯৬), মহাকাশে কী ঘটছে (১৯৯৭) রহিয়াছে।